ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্র পরিবারের নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী, দলিত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, চা শ্রমিক, যৌনকর্মী, হিজড়া, শরণার্থী জনগোষ্ঠী অন্যতম। বাংলাদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ১৫,৮৬,১৪১ (বিবিএস, ২০১১); তবে বেসরকারি সূত্রমতে বর্তমানে এ সংখ্যা ৩০ লাখের অধিক। দলিতদের সংখ্যা আনুমানিক ১৪,৯০,৭৬৬ (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০১৮); তবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের সংখ্যা ৪৫-৫৫ লাখ বলে উল্লেখ আছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের ভিন্ন জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয় এবং প্রান্তিক অবস্থানের কারণে নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ১৯.১); মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৯.২); এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার (অনুচ্ছেদ ২৮.১) অঙ্গীকার করা হয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি (অনুচ্ছেদ ০১) জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য ‘কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না’ - নানাভাবে পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

কতকগুলো যৌক্তিকতার আলোকে টিআইবি এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। প্রথমত, ভিন্ন জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে নানা ধরনের বঞ্চনারোধ এবং অধিকার নিশ্চিতে ও সেবায় অন্তর্ভুক্তিতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে থাকার সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন গবেষণাতেও বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিতদের সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার তথ্য উঠে এসেছে। তবে জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে তারা কী ধরনের বৈষম্য ও দুর্নীতির শিকার হয় এবং তার ব্যাপ্তি কতটুকু সে বিষয়ে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয়ত, টিআইবি’র অগ্রাধিকার কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতারা যেসব দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় তা তুলে ধরা। এ গবেষণার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও দলিতরা অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে যে বৈষম্য ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার ওপর আলোকপাত করে যথাযথ সুপারিশ পেশ করার প্রয়াসেই এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার জিজ্ঞাসা কি?

উত্তর: মূলত দুইটি গবেষণা জিজ্ঞাসার আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে:

১. বাংলাদেশের আইন, নীতিমালা ও সেবা প্রদানের চর্চাসমূহ আদিবাসী ও দলিতদের জন্য কতখানি অন্তর্ভুক্তিমূলক?
২. অধিকার পূরণ ও সেবা প্রদানে আদিবাসী ও দলিতদের অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ কি কি?

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশাসনিক বিভাগের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত জেলাসমূহকে (৩৩টি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা এবং দলিতদের ক্ষেত্রে সকল জেলা) পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তাদের মধ্য থেকে কাঠামোবদ্ধ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথকভাবে ১৪টি করে মোট ২৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়। উপজেলাসমূহ নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতির প্রয়োগে আদিবাসী অধ্যুষিত ১৪টি জেলা থেকে একটি করে উপজেলা এবং দলিত অধ্যুষিত ১৪টি জেলা থেকে একটি করে উপজেলা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাছাইকৃত উপজেলা থেকে স্থানীয় অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিস্বত্ত্বার আদিবাসী ও বর্ণের দলিতদের নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে ছিল-আদিবাসী ও দলিত

জনগোষ্ঠী: গোত্র প্রধান, নারী, পুরুষ, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত এলাকার মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে ছিল স্থানীয় পর্যায়: উপজেলা নির্বাহী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সমাজসেবা, বিদ্যুৎ, মৎস্য, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। জাতীয় পর্যায়: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, প্রতিবেদন, নিবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই-পুস্তক, ওয়েবসাইট থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের উৎসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: এই গবেষণায় বিবেচিত সময় ছিল ফেব্রুয়ারি ২০১৮ - ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণার একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় বিশ্লেষণ কাঠামোর আওতায় অন্তর্ভুক্তির মূলনীতির নির্দেশক হিসেবে বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ, আইন ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি, অধিকারপূরণ ও সেবায় বৈষম্যহীনতা, শুদ্ধাচার চর্চা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই নির্দেশকগুলোর মধ্যে আদিবাসী ও দলিতদের পিছিয়ে রাখা অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ, আইন ও নীতিমালায় আদিবাসী ও দলিতদের পরিচয় ও অধিকারের স্বীকৃতি, স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী ও দলিতদের পরিচয় ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার পূরণে সংবেদনশীলতা, আদিবাসী ও দলিতদের সরকারি সেবা প্রদানে বৈষম্যহীন আচরণ, আদিবাসী ও দলিতদের সরকারি সেবা প্রদানে তথ্যের উন্মুক্ততা, নিয়ম ও সুনীতির চর্চা এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় সার্বিক পর্যবেক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো - সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিসমূহে আদিবাসী ও দলিতদের জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়, ঐতিহাসিক বঞ্চনার বিষয় ও অধিকার যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং স্বীকৃত নয়। সমাজে প্রবহমান "অস্পৃশ্যতা" ও বৈষম্যের সংস্কৃতি স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিফলিত - ফলে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রকাশ পায়। অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে আদিবাসী ও দলিতরা তাদের পৃথক জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয় এবং তাদের এ অভিজ্ঞতা মূলধারার জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার তুলনায় নেতিবাচক। অধিকার পূরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিতে বৈষম্যমূলক চর্চা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে - প্রতিবন্ধকতাসমূহ সেবা প্রদান করতে অস্বীকার করা, সময়ক্ষেপণ, হয়রানি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করা, প্রভাবশালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতায় বাধা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পিছিয়ে রাখা অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ঠ নয় - এছাড়া পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ, চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির যথেষ্ঠ ঘাটতি বিদ্যমান। আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ দূরীভূত না হলে তাদের প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন অবশ্যম্ভাবী - ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য অনার্জিতই থেকে যাওয়ার ঝুঁকি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে 'বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক গবেষণায় অধিকার পূরণ ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিআইবি ১৩ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিস্বত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসী বিষয়ক

আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বাক্ষর নিশ্চিত করা; যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা; যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহকে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করা; খসড়া বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; সকল আদিবাসী এবং অবাঙ্গালী দলিত শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা; সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং তাদের জমির মালিকানা সমস্যার কার্যকর নিষ্পত্তি জলমহাল, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে আদিবাসী ও দলিতদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; সরকারি চাকুরিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আদিবাসীদের পাশাপাশি সকল দলিতদের জন্যও কোটা সুবিধার বিধান করা - প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরিতে 'উপজাতি' কোটা পুনর্বহাল করা এবং বিদ্যমান কোটাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতা কাঠামোয় আদিবাসী ও দলিতদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান; আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার উন্নয়নে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি কাঠামো তৈরি ও সেগুলোর চর্চা নিশ্চিত করা; দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তাসহ মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পৃথক তদারকি ব্যবস্থা তৈরি; আদিবাসী ও দলিতদের নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকার কমিশনসহ গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সোচ্চার ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৯: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সমাজসেবা, বিদ্যুৎ, মৎস্য, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার দলীয় আলোচনা করে এ গবেষণার বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাতের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চিঠি পাঠিয়ে গবেষণার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সাথেও এ বিষয়ে আলোচনা করে তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গুণগত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত এ প্রতিবেদনটি আদিবাসী ও দলিতদের মৌলিক সরকারি সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা প্রদান করলেও এ গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ প্রতিবেদনের বক্তব্য দেশের সকল আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী এবং নির্বাচিত সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সেবা সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

----